হাসান হাফিজুর রহমান

অচিন্ত্য শহরের মতো

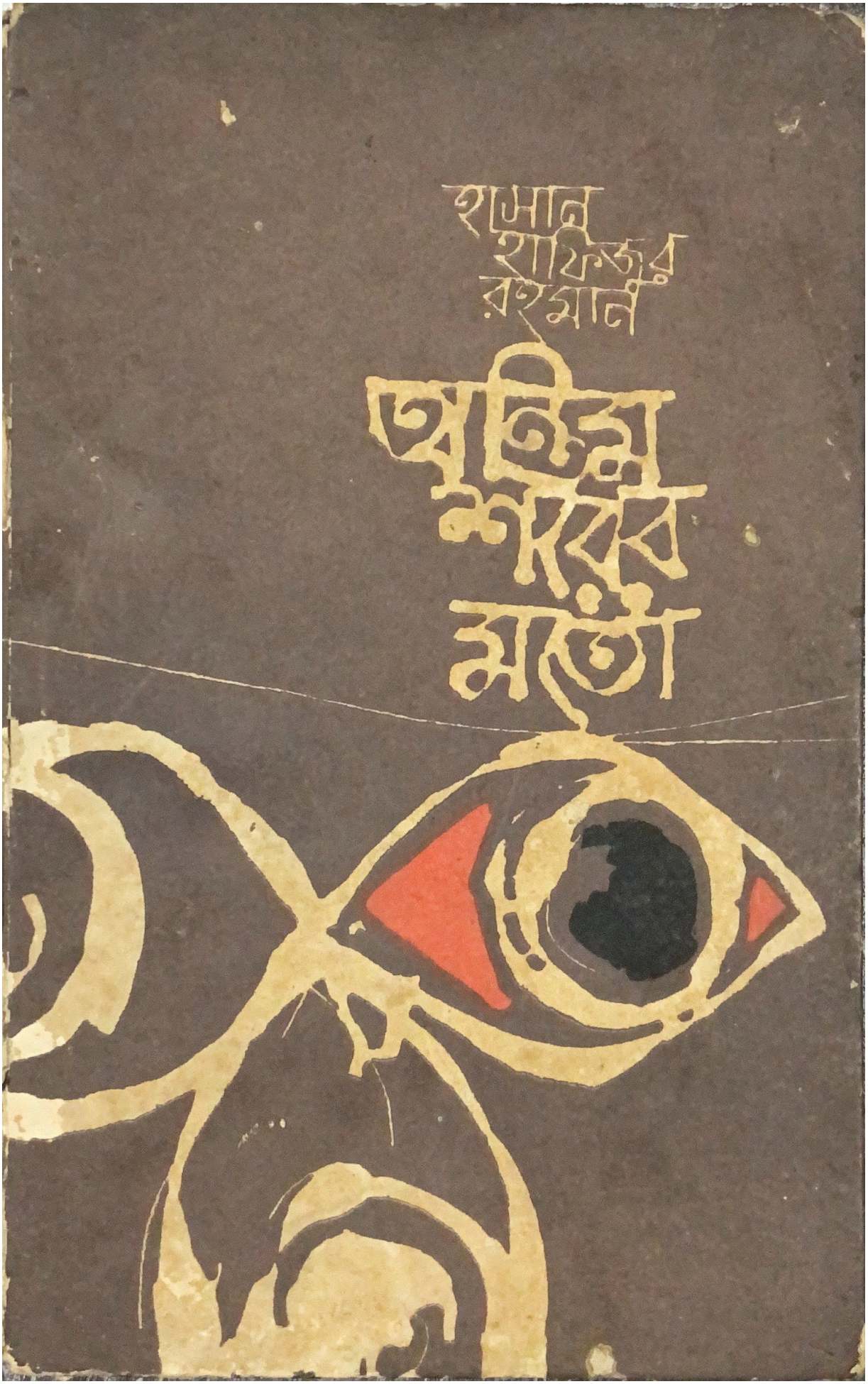

হাসান হাফিজুর রহমান

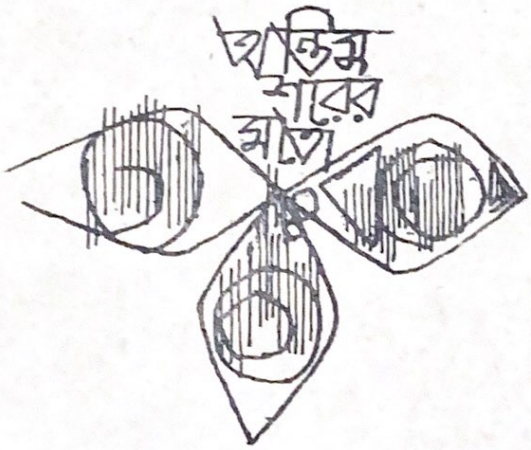

সন্ধানী প্রকাশনী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৭৫
জুলাই ১৯৬৮

প্রকাশক ঃ
গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ

সন্ধানী প্রকাশনী
৪১, নয়া পল্টন
ঢাকা-২

প্রচ্ছদ ঃ
কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রাকর ঃ
গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ

সন্ধানী প্রেস
৪১, নয়া পল্টন
ঢাকা-২

দাম তিন টাকা

দিশাকে

সূচীপত্র

জীবনের ঘন্টারোলে ৯
চিরাচরিত ছায়াছবি ১৫
অন্তিম শরের মতো ১৯
কান্নার বাইরে ২২
গ্রহণগ্রস্ত নগরী ২৪
মুণ্ডিত মাঠের মত ২৮
রোগশয্যা, মৃত্যু এবং আরোগ্য ২৯
উৎসের দিকে ৩১
চিরচেনা ছবি ৩৩
বিপদে বিপন্ন নও ৩৪
আমার নিয়তি তুমি ৩৭
চিতার দোসর ৩৯
স্বদেশে পরিব্রাজক ৪০
সোনার কাঁটা ৪২
স্থিরচিত্র ৪৩
নিয়ে যা ৪৫
যদি জানতাম ৪৬
অপঘাত ৪৭
অনিকেত প্রত্যাশী ৪৮
প্রাচীনতা যার ৪৯
ফানুস ৫০
অনিষ্ট অসুর ৫১
স্বগতোক্তি ৫২
রাত প্রহরী ৫৪
চোখের জলে ধোয়া ৫৬

জীবনের ঘন্টারোলে

কে তোলে শঙ্খধ্বনি মন্দির চত্বরে ?
তোলে ঘন্টারোল ? খিলানের খাঁজে খাঁজে
শব্দের পাখোয়াজ মীড়ে মীড়ে গানে গানে
শরাহত হরিণীর মত কাতরায়
গমকে গমকে। প্রাণভয়ে, না, ব্যথার
আনন্দে সেই গুমরিত গুঞ্জরিত
আর্তরব ? না, শরাহত যন্ত্রণার
অকস্মাৎ অপূর্ব বিস্ময়—অস্তিত্বের
তীব্রতম সুখ ? সর্বান্ত নিঃশেষ করে
মৃত্যুর পাত্র পূর্ণ করা—আশ্চর্য হরিষবিষাদ
শঙ্খধ্বনি ঘন্টারোলে ; শব্দের গমকে
খিলানের খাঁজে খাঁজে, ছাদে অলিন্দে
স্থপতির কারুকাজে, সুপ্রাচীন দরদালানের
সুকঠিন গায়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি —
কে তোলে ঘন্টারোল সন্ধ্যায় সকালে
প্রতিকালে, তোলে শঙ্খধ্বনি ?

মসজিদে আজানের আর্তস্বর
আত্মাকে চিরে চিরে
মোয়াজ্জিন বুঝি হাঁকে ?
ডাকে নাকি আর কাউকে সে
নিঃসঙ্গ প্রার্থনার সমাবেশে,
ভয়ে আর্তনাদে ? নাকি শুধুই
একাকী আত্মার কান্না ছোঁড়ে সে
বারবার আকাশ সীমায় ? আকাশের

শূন্যতাকে ফালি ফালি করে কাটে
আহ্বান, উদাত্ত আহ্বান ঃ ভয়ার্ত শিবিরে
এসো, এসো, প্রতিবার এসো, শূন্য রেখো না
এই ঠাঁই, বারবার ভরে তোল মসজিদ অন্দর ?

যখন সমুদ্র তরুণ ছিল
বৃক্ষরাজি ছিল তাজা
আকাশ নিবিড়
পাখী ছিল কাকলি-কণ্ঠ
আমার মনে,
মানুষের আত্মার সুর শুনেছি পেতে কান

যখন বন্ধুর মৃত্যুভয়ে নীলমুখ
বিস্ফারিত চোখে দেখে
তারই সাথে কেঁদে কেঁদে
বলেছি, এ ভয় নয়, জীবনকেই ভালবাসা,
ভয় নয়, জীবনের শিরায় শিরায় বাঁধা
অকাতর স্নায়ুর ক্ষরিত
নীল কান্না এ ; মৃত্যুকে ভয় নয়,
জীবনেরই বিরহের ভয়, শূন্যতার আগাম
প্রশ্বাস—তবুও বলিনি তাকে, নিছক আসক্তি এ

যখন পর্বতে নিদ্রিত মহিমা ছিল,
হিল্লোলে সংগীত
আর দূরায়ত তিমিরঘন শ্যামলে
বনানীর স্বপ্ন ছিল,

আমি দুপায়ে হেঁটে গেছি এই পথ
ছড়িয়ে হৃদয়ের ফুলদল,

জানতাম কে হেঁটে যাবে
এই পথে আর,
কার ছায়া ঐ বারান্দার প্রশান্তিতে
গাঢ় হয়ে পড়বে এখুনি,
জানালায় আশি হাতে দাঁড়াবে কে
ক্ষণিক প্রেমের সুন্দর উদারতায়।
জানতাম কিছুই যাবে না ভোলা,
প্রখর এই আত্মচারণার বিনিদ্র তৃষ্ণায়
শুষবে সে আমৃত্যু শুষবে, কঠিন কবরে মুখ
থুবড়ে পড়ার আগেও তাকাবে
দুই চোখ শিশুর সারল্যে ; বিমুগ্ধ বিস্ময়ে
দেখবে জীবনের লাবণ্যের
ঝরে পড়া, লেকে পার্কে ঘর্মাক্ত দুপুরে
উত্তাল হাওয়ায় মাঠে মাঠে অলিতে কন্দরে
কোথাওবা আবদ্ধ দরোজায়
বৃদ্ধের সাজানো
মুগ্ধতায় ঃ সান্নিধ্যে মিলনে বিষাদে

আমি একজন ছিলাম
অপসৃয়মান এই সত্যে
সহস্র বাঁধনে বাঁধন ছেঁড়ার আর্তনাদ ক্ষরিত সুখে
আমি একজন ছিলাম জীবনের ঘন্টারোলে।
কিছুই ভোলবার নয় জেনে,
আমি ছিলাম, ডুবে আকণ্ঠ ডুবে
চোখের তারায় তারায় মদমত্ত মদিরতায়
মুগ্ধতায়, ফেনিল স্বপ্নের রঙে রঙে
বিচিত্র বর্ণাঢ্যতায়, আর কণ্ঠনালীতে
মধুর পুঞ্জিত রসে তৃপ্ত সিক্ততায়
আমি ছিলাম আমি ছিলাম যখন সমুদ্র তরুণ ছিল

আর
কি আশ্চর্য আমি কেমন করে
এক হানাবাড়ীর বাসিন্দার মত হয়ে গেলাম
প্রেতের ছায়াহত তীক্ষ্ণ চিৎকার এক ভীতজনের ?
মৃত্যুকেও দেখিনা চোখে, এবং
জীবনের গা থেকে চামড়া উপড়িয়ে নিয়ে
কে যেন পড়েছে সটকে !
ছায়া নেই,
আমার নিজেরও ছায়া নেই
রসনায় তার নেই
দৃষ্টিতে মায়া নেই
হাওয়া নেই বুকে

আমি কারো মুখে আর দেখি না চোখ,
দীপ্তআঁখি পটলচেরা, জীবনের ছায়া ছলছল
নিষ্পাপ সরল-উদ্‌গ্রীব
শিহরিত আনন্দিত স্পন্দিত
ব্যথাসুখ নন্দিত
ভায়ের মায়ের দুই চোখ, প্রতিবেশী দুই চোখ
আত্মার ঘনিষ্ঠ দুই চোখ
আমি আর দেখতে পাইনে
শুধু ত্রাসের গহ্বরে দেখি ডুবে গেছে
গাছপালা আকাশ নদী শিশু
শৈশব কৈশোর যৌবন

এ তো ক্যামুর ওরান শহর নয়,
ঋতুমালা বিতাড়িত,

সরল প্রকৃতির সহজ উদ্ভব রহিত,
জন্মদাতৃ মাটির
প্রজনন শক্তি ছিঁড়ে নেয়া
এ তো অক্ষম ক্ষেত্র নয়
এ তো নয় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন
স্মৃতিহীন সূত্রহীন স্নায়ুহীন
নিজেরই সর্বস্বতায় বন্দিনী বন্দর!
দূর থেকে ফুল আমদানী হয়ে এলে
জানতে কি পাই বাইরে এসেছে
কোন্ ঋতু? হাওয়ায় হাওয়ায় কোথায়
ঝড় ওঠে, মৌসুমী ফুল ফোটে
জানি খবরাখবরে?
ফলহীন এই মাটি? ঋতুহীন আমার
আকাশসীমা, আমার সান্নিধ্যের চরাচর?
প্লেগ-ছোঁয়া নিলিপ্ত
উদ্‌গারিত সর্বনাশ এ কী আদিগন্ত?
কি করে বা বলি, আজো তো কৃষ্ণচূড়া
রাঙ্গামাথা হয়ে ওঠে নিয়মিত, মদির আবেশে
ঘন হয় নিঃশ্বসিত বুক, ঢল নামে
আদিম বিপুল জলের
শুষ্কতার নিগূঢ়ে
জল পড়ে আলিশায়, অন্তহীন ছায়া
ঘুম যায় রঞ্জিত মুর্ছনায়

তবু কেমন করে
হানাবাড়ীর বাসিন্দার মত হয়ে গেলাম আমি?
আমার সর্বাঙ্গের উদ্বেগে
শোণিতের বিন্দু বিন্দু
ধীর অথচ নিশ্চিত নিষ্ক্রমণে
দূরস্থিত সশব্দ ধ্বংসের নিঃশব্দ আতঙ্কিত কাহিনীর মত?

নিদ্রা নেই আমার,
রাত্রি বাদুড়ের বিরামহীন পাখার নির্দয় কালো ঝাপটানো যেন,
দিন এ্যাটমের ঝলসানো প্রতিচ্ছায়া ঃ
আমার দিন নেই, রাত্রি নেই
মুহূর্তবিহীন কালে পক্ষহীন আমার দুই চোখ।
কি শিরোনাম আমি আঁটবো ললাটে তবে ?

আমি আবহমানের বিদীর্ণ-হাৎপিণ্ড মৃত্তিকা
নরমুণ্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলার
অমবস্যা রাত্রির শ্মশান ভূমি ?
আমি ব্যথিত পূর্ব বাংলার ইপ্সিত আলেখ্যের
চৌচির প্রতিলিপি, মুখ থুবড়ে থাকা মানবতা
উদ্বাহ প্রগতির ধৃতরাষ্ট্র-বাহুবেষ্টনে ?

জীবন্ত নিহত আমি জীবনের ঘন্টারোলে,
জীবনের ঘন্টারোলে,
কে তোলে শঙ্খধ্বনি তবু, মসজিদে আজান ?

চিরাচরিত ছায়াছবি

হকারের হাতে খবরের হল্কা
নিবিবাদী শাদা পতাকার ছলনায়
বাতাসে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে,
গলির মোড়ে দল মেলছে প্রাত্যহিক বিনীত ভোর,
মাতঙ্গ আগুন কোথায় যেন
আছে লুকিয়ে, এখন কিছুই তার টের পাওয়া যাবে না।
মুদি দোকানগুলো নববধূর আধেক ঘোমটা খোলার মতো
ঝাপ দিয়েছে তুলে
সেখানে ক্ষান্তিহীন ক্ষুধার মুখে স্তোক দিতে
জমে উঠছে বারোয়ারী লাইন।
ঘুমভাঙা কাকের চোখে ছায়া পড়ছে খাবার হাতে মানুষের;
আড়ালেই যেন এক কন্ঠরুদ্ধ বিকট চীৎকার আছে ওত পেতে
ভোরের অস্ফুট আলাপে।

চিরাচরিত ছায়াছবির ঘূর্ণমান মুখবন্ধ যেন এই।
যদিও আমি নায়ক নই, ভিলেনের মুগুরও হাতে নেই আমার,
মৃত সৈনিকের ভূমিকাও আমার নয়। আমি শুধু
পায়ের আঘাতে আঘাতে উড়োচ্ছি ধুলো
গলির মোড়ে মোড়ে, রাজপথে, এক ভোর থেকে আরেক ভোরের
প্রতীক্ষা অবধি। আর দেখে চলেছি
সীমাহীন শূন্যতায় অগণিত বুদ্বুদের মতো কেবলই
অন্তহীন ভোরের জন্ম হচ্ছে। কত ভোর আমি
এমনি করে পেরিয়ে এলাম?

এমন তো নয় যে, নীরব দর্শক শুধু আমাকে বলা যায়।
লোভ মোহ ক্লান্তি রীরংসা হিংসা এবং ঘৃণায় এখনো
শাণিত ছুরির মতো নিজেকে মনে হয়। স্থূল অভেদ্য
এক অনিমেষ ক্রান্তিকাল ভেদ করে যেন আমি

কেবলই বেরিয়ে যাচ্ছি। রক্তপাতহীন, অনুভবশূন্য।
কিন্তু কোথায় যাচ্ছি? হাওয়ার এক স্তর পেরিয়ে
আরো হাওয়ার মধ্যে? শূন্যতার নাভিমূলের দিকে?
উত্তেজনা-রহিত হননের নিঃশব্দ নৈরাজ্যে?
গালিচার মতো থলথলে এক চত্বর ঘাসের স্বপ্ন থেকে
আরেক অলীক স্বপ্নে? জন্মের গভীরে, না,
অবসানের মীমাংসায়? নির্বাণে, আনন্দে?
না, অক্লান্ত উন্মুখরতায়?

আমি কিছুই বলতে পারিনে। দরদালানের ছায়া
অস্তাচলের গাঢ় মিতালিতে যেমন মুগ্ধ প্রলম্বনে
রাত্রির গূঢ় আঁধারে মিশে যেতে থাকে,
তেমনি একাকার সত্যের রূঢ় অন্ধকার ক্রমাগত পাহাড়ের মতো
বিশাল বিশালতর হয়ে উঠছে। সেই স্তব্ধমুখ ভয়ঙ্কর দেয়ালে
আঘাত করে আমি কিছুই পাইনে। কত ভোর আমি
এমনি করে পেরিয়ে এলাম?

কিছুতেই মায়ের মুখ মনে করতে পারিনে আমি,
সেই স্নেহঝর্ণাধারা মুখ, সেই উৎকন্ঠামধুর আপত্য-স্তব
যেখানে আমার অস্তিত্বের স্পন্দন ছাড়া আর
কিছুই ছিল না। অজানা আঁধারে পিতার অস্থিমেদ
লতাগুল্মে গেছে মিশে। আমার শরীরে আমি
হাত রাখি। চোখের সামনে গাছপালা তুলে ধরি।
নিঃশ্বাসের শব্দ শুনি। হাঁপরের ফাঁপা আওয়াজ
যতক্ষণ গুঞ্জরিত বুকে, ততক্ষণ জানি মৃত্যু নয়—
জীবনের কৌশলই স্বেচ্ছায় সচল রয়েছে নিখুঁত যন্ত্রকেও
মানিয়ে হার। কিন্তু এ-কোন্ আত্মজ উত্তরাধিকার
এবং কোন্ অনিশ্চয় প্রবাহেরই বা উৎসমূল আমি?
আমার দুদণ্ডের পথ হাঁটা আতঙ্কে ভরে যায়,

পেছনে জান্তব অটোর শব্দ যেন বাস্‌কারভিলের সেই
গোঁয়ার উলঙ্গ হাউণ্ড অন্তিম আক্রোশে
তাড়া করছে আমাকে—ক্ষান্তিহীন, ক্লান্তিহীন বিরতিহীন।
আমাকেই, কেন আমাকে !
কেবলই কচি জামরুলের স্বচ্ছ ত্বকের মতো
ভবিষ্যতের মুখ দংশনের কালো দাগে ভরে যায়।
দ্বিতীয়ার প্রস্ফুট চাঁদ শতধা কাচের অপচ্ছায়ায়
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে মিশে যায়, ভেংগে যায়। আর মৃত্যু নয়,
কেবল মৃত্যুময় নাভিশ্বাস ওঠে থেকে থেকে, এক ভোর থেকে
আরেক ভোর অবধি। এমনি করে কত ভোর আমি পেরিয়ে এলাম ?

মাতঙ্গ আগুন আদিগন্ত হল্কায় কখনো ছড়িয়ে পড়বে কি ?
কন্ঠরুদ্ধ চিৎকার আর কখন ফেটে পড়বে ?

এখনো পাতাবাহারের নক্‌শাআঁকা
গাভীর স্তনের মতো টইটম্বুর মেঘদল
জলজ যন্ত্রণায় চোখ ভরে তোলে,
তীব্র তীব্র স্পষ্ট স্পষ্ট সুতীব্র সুতীক্ষ্ণ সুখ
এখনো নিবিড় মন্থনে আসে উঠে
জীবনের দীর্ণ ভাণ্ড থেকে, বিতর্কের বিষবাষ্প ঠেলে।
এখনো বৃষ্টিপতনের স্পন্দিত আনন্দধ্বনি
স্নায়ুর শুকনো নদী ভরে দেয় মুহূর্তেই,
নিস্তব্ধ শরীর বেজে ওঠে নিরুদ্বেগ গানে গানে।
এখনো সন্তানের মৃদু হাত পিঠে এসে লাগলে
অনন্ত অনুচ্চার কথার ধ্বনি ভরে তোলে মন,
হাতের মুঠোয় ধরা পদ্মের মতো সহস্র দল মেলে
অনায়াস্ত নিখিল।
তবু কেন সমগ্র অতীত আমার শুকনো বাতাসে ওড়ে,
ভবিষ্যতের শিশুমুখ শুধুই ভেংগে ভেংগে যায় ?

মুসার যষ্ঠির মতো তেমন কোনো অলৌকিক সঞ্চয়
নেইতো আমার হাতে যার স্পর্শে তুমুল বিরূপ
জলরাশিও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পথ করে দেয়। তেমন
একাগ্র ইচ্ছার সম্রাটও নই আমি যে, নীলকন্ঠের মতো
কালকুট আঁধারকে কণ্ঠে বেঁধে শুধু আলোকের
ঔজ্জ্বল্যকেই মুখে রাখব ছড়িয়ে? সুখ-দুঃখকে
দ্বিধাবিভক্ত করতে আমি পারিনে। আলাদা
করতে পারিনে অর্থ অনর্থকে। দুই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে
নিরন্তর বন্দী রাখতে পারিনে আমি আশা এবং নিরাশাকে।
আমার সাধ্য কী দুই বিপরীতে মেলাতে পারি!
বাঘে মহিষে জল খাবে একই ঘাটে এমন প্রভুত্বের
সংকেত শৌর্য এই তর্জনীতে নেই। আমার
রাঙা চোখ বিভীষকার ভয়ানক সন্ত্রাস ছড়াতে
পারলো কই, দুঃখ রজনীর চিহ্ন হয়ে ওঠা ছাড়া?

মাঝে মাঝে আজকাল মাঝরাতে
ঘুম ভেংগে যায়। চোখ মেলে দেখি
আদিগন্ত শূন্যতা রূপোলী রূপসীর মূর্তি ধরে
সর্বাঙ্গ ঝিকমিকিয়ে হাসছে। আর তৎক্ষণাৎ মনে হয়,
সত্য বুঝি অন্তিম শয্যায় শুয়ে আছে অকাতরে
আমারই একান্ত পাশে। শয্যা তখুনি
শরতীক্ষ্ম, তপ্ত হয়ে ওঠে। আমি বাইরে এসে দাঁড়াই।
আমি তো নায়ক নই, তবু সেই শূন্যতার বিলোল রূপসী
মূর্তির সামনে প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো মনে হয় নিজেকেঃ
আমি কিছু বলতে চাই। আমি কিছু বলতে চাই।
আমার চিৎকারধ্বনি এই চরাচরে কতদূর ব্যাপ্ত হবে?
আমার ইচ্ছা অতিক্রম করে যাবে কত পথ?

অন্তিম শরের মতো

শব্দের অরণ্য চিরে যেতে হবে
মহানগরীর স্তম্ভমূলে, কে আছো বেদনানীল
মুখ মেলে অপলক চোখ কাতর হৃদয় ?
যায় বয়ে যায় উদাসীন শ্রাবণ সময়,
পাতা ঝরে যায়, মর্মরসংগীত দূরে চলে যায়,
অসহ্য যৌবন তেজে কালো হয়ে যায়
সবুজের মিহি গাল
হাওয়া বয়ে যায় অধীর উত্তাল

আমার হৃদয়ে কোনো স্মৃতিস্তম্ভ নেই। যাকে সাথী পাই
মজ্জায় বিষাদ নিয়ে দ্রুত হেঁটে যাই,
জানিনা আমারি মতো কিনা আরো পাঁচজনা
আসন্ন আওয়াজ চেপে বাজখাঁই, শিলার প্রতীকে অনিমিখে
স্তব্ধ হয়ে আছে, জানিনা কারা যে বাঁচে
শিরাতে লাভার স্রোত পুষে, মুখে তার ছায়া নেই।
শত্রুকে চিনিনা আমি, মিত্রও অচেনা!
জানি শুধু অন্তিম শরের মত বিঁধে আছে প্রতীক্ষায় আকুলিত
কিছু চোখ হৃদমূলে! যেতে হবে মহানগরীর স্তম্ভমলে
শব্দের অরণ্য চিরে। মৃত্যুরো দোসর নেই, পথ নেই যাব ফিরে

বিজয়-সংবাদ উচ্চকিত বিজিতের মুখে,
নাটমঞ্চে শেখানো বুলির আলোড়নে মাথা নাড়ে
তোতা পাখী যেন কত সুখে। চিতার জৌলুষ

শোভা পায় সুবিনীত ঘাড়ে। আসবাবে চমকায়
চৌকস বানিশ, অহনিশ
চোখ ভোলানোর মায়া। সন্ধির নীরব মোক্ষে
পায় কায়া জীবনের দুর্বিনীত ছক। অপলক।

যেন কার রক্ত চক্ষুকে ডরাই, সরাই খানায়
সফরের রাত কাটানোর মতো কালের উঠোন পাড়ি দিয়ে যাই।
কে যেন উঠলো হেঁকে, গোলাপের বর্ণ নীল—
সব শেয়ালের এক রায়ে অমনি মিলিয়ে গলা দরোজায় তুলি খিল।
মন বসানোর হাওয়া নেই বাস্তুভিটা জুড়ে, অন্তপুরে
ঘর নেই আজ ঘরণীর মনে। অগণিত আগন্তুক মিলে
দুদণ্ড মেলার অতর্কিত উত্তেজনা গিলে
খুঁজি সেই মুখ— আজন্ম অনন্ত মুক্ত মাতৃভূমি যাকে বলি,
শুধু খুঁজি, হাতে নেই আত্মবিশ্বাসের এক কানাকড়ি পুঁজি।
শুধু ভীড় ঠেলে যাই, কুড়াই স্বনামে ভীরুতার দামে প্রবাসীর
গোত্রহীন সূত্রহীন পরিচয়। রক্তময় যেন কার চক্ষুকে ডরাই।
সরাইখানায় যায় কেটে যায় কাল, পাতা ঝরে যায়
মর্মরসংগীত দূরে চলে যায়

নষ্ট এক সময়ের জালে বন্দী অবিরাম প্রাণ,
যেন সব গান বিনষ্টির সুরে বেতালের সমে
আসে ঘুরে ঘুরে। অদ্ভুত সময় এক স্বভাবের
গূঢ় নাড়ি দেয় কেটে। সত্তায় নিবিড় থেকে
অবিচল পায়ে যাব হেঁটে এমন শুকনো শক্ত
মাটি নেই কোথাও জীবনে, চোরাবালি নেয় টেনে

বিচিত্র আপোষে, নিজেরি একান্ত রক্ত নীরব ক্ষরণে
লেখে নাম বাঁকে বাঁকে, নিজেরি বিদ্রূপ হাঁকে
বিভিন্ন বিরোধী উচ্চারণে।
গোঁজামিলে, কাকে-চিলে এক পাতে
হই এক সাথে। অদ্ভুত সময় এক নিরাসক্ত
সব কিছু নষ্ট করে, ভ্রষ্ট করে, সবকিছু টানে
হননের দিকে, ভাসায় অবাধে স্খলনের বানে

শব্দের অরণ্য চিরে
তবু যেতে হবে, তবু যেতে হবে মহানগরীর স্তম্ভমূলে,
কিছু চোখ আছে বিঁধে আজো হৃদমূলে
অন্তিম শরের মতো প্রতীক্ষায় আকুলিত।
পথ নেই যাবো ফিরে।

কান্নার বাইরে

কান্নার বাইরে পারি না যেতে,
ক্রমাগত তরঙ্গের উপচানো চিৎকার থেকে
অযুত কোটি দানবের আবদ্ধ হাহাকার থেকে
সংক্ষুব্ধ নিঃসঙ্গতার ছিন্নভিন্ন বুকের কাছ থেকে
বিমথিত পা ফেলে যতদূরে যাই,
ধারালো তরবারীর খোলা গায়ের মতো
ভ্রান্তিময় তীক্ষ্ণ বালুকার নিঃশব্দ নিষ্ফলা দেহে যত সরে যাই,
পলিতে নদীতে নালাতে
প্রান্তর থেকে পাহাড়ে বরফে যতদূরে যাই
কান্নার বাইরে পারি না যেতে।

মাটি বোবা নয়, শ্যামলিমা অনুভূতিশূন্য নয়,
তাদেরো অবিরাম বিক্ষুব্ধ উৎসমুখ আছে। ভারী ধ্বস
নেমে যাওয়া পতনের আর্তশব্দ আটোমোবাইলের
দ্রুত গতিময় বিদ্যুতে গড়িয়ে মিইয়ে যাচ্ছে, মুহুর্মুহু ফিরে আসছে আবার।
অফিস ঘরের আকাশের কাছাকাছি এই দূর কোণে বসে
আমার স্নায়ু শিহরিত হচ্ছে বারবার। সকল কান্নাই পিছলে যায়
আবর্তের তুঙ্গমুখে নিঃশেষ নিঃসরণ পায় না খুঁজে,
কিছুই ধরে রাখা যায় না। কেবল জানি লিফ্‌ট বেয়ে নিশ্চিত
তাড়াতাড়ি নেমে যাওয়া যায় ঐ সকরুণ গতিময়তার, ঐ
কান্না ধ্বনিগর্জিত তরঙ্গের পর তরঙ্গের বড় কাছাকাছি।
মধ্যরাত কেঁপে উঠছে কটির কম্পনে ছলনা-তুখোড় ঘরে। ক্যাবেরেয়
মাপা হাসির ঝিলিমিলিতে মুখগুলো ঝাপসা, নাভিমুল থেকে উঠে আসছে
আনন্দধ্বনি সরব উদ্‌গারে

বাতাসের হতাশ শিসে শিশির ঝরছে মৃদুমন্দ্রিত
রাত ফুরালে চোখধাঁধানো আলোর আড়ালটুকও আর থাকবে না।

সূর্য থেকে পালাতে পারি না কেন, সূর্যের কড়া উদ্‌ঘাটন থেকে
নির্মম দস্যু স্মৃতি থেকে পালাতে পারি না কেন ?
কান্নার বাইরে যেতে কেন পারি না ?
বিকারের লেলিহান হৈ হৈ নৃত্যের ঘনঘটা
অনিঃশেষ নয় কেন ?
বিবেকই কেবল কি হননের অতীত, মৃত্যুহীন ?
আমি তোমাকে বলছি, হলপ করে বলি,
চিরে দ্যাখো আমার বুক,
ভেতরে বিবেক নেই কোনো। তবু কেন ভারী আমার পা,
থপথপে আওয়াজে সর্বনাশের নাচ বেসুরো করে তুলছে ?

কান্নার পেয়ালা ওঠে না ভরে, তবু কান্নার বাইরে
যেতে পারি না। এই নিরেট ফাঁপা গহ্বরের মাঝখানে
আমার বেঁচে থাকার অথর্ব সংগীত টিকটিক টিকটিক
করে বাজছে। বলতে পারো, মৃত্যুর উচ্চরোল সিম্ফনী
দৃষ্টি শ্রুতি স্পর্শ এবং চেতনাকে ঝালাপালা করে দিয়ে
কাঠফাটা নিদাঘের মতো কি করে একটানা ঝাঁ ঝাঁ করতে পারে—
আমার অস্তিত্বের ওপর তেমন সত্যের নির্দয় কন্টকিত সখ
কি করে পেতে পারি ?
কিংবা বলতে পারো কান্নার বাইরে কি করে যাই ?

কিংবা কান্নার বাইরে কি করে যাই,
যেখানে বিশুদ্ধ হাওয়ার চুমো রক্তের পুঁজ শুষে নেয়
ঝুলেপড়া স্নায়ু তরতরে শিশুর উচ্ছ্বাসে
ক্ষান্তিহীন ঝাঁপিয়ে ওঠে অবারিত প্রেমে ?

কিংবা বলতে পারো তেমন কান্নার বাইরে কি করে যাই ?

গ্রহণগ্রস্ত নগরী

গ্রহনগ্রস্ত চাঁদ এই নগরী
ঢেকেরাখা স্বপ্ন নীলাভ পাঁজরে
আগলিয়ে কেবলই হাতছানি দিয়ে ডাকছে।
সুদৃশ্য করপুটে তার অদৃশ্য রক্তিম গোলাপ।
হন্যে হয়ে জাতকের গল্প ফেলে
বনানীর ঠাণ্ডা ছায়ার ঘনস্পর্শ
ছেড়ে, আমরা চিরস্থায়ী তাঁবু গেড়েছি
অনবকাশ এইখানে,
স্বপ্ন আমাদের উঁচু থেকে
উঁচুতর হয়ে অভ্রংলিহ, নগরীর স্বপ্ন
হাতের মুঠোয় পাব বলে

নিয়নের ঘন লালিমায়
আমাদের মনের দেউলিয়া রোশনাই,
দম্ভ-থমথমে ননে কেয়ারী-করা বন
বাগানের সুনামে আছে সেজে, এই বুঝি জন্মভূমি ?
স্রোতবহ সন্ততির আঁতুর ঘর ? বংশপরম্পরায়
কলোনী স্বদেশ আমার ? নগরে আমি সকাল দেখিনি,
দুপুরও নয়, দেখিনি সন্ধ্যা। কেবল
স্বর্ণ-শিকারের এক আবর্ত থেকে আর এক
আবর্তে বয়ে যাচ্ছে কাল, যেন অপ্রাপনীয়া
উর্বশীর সর্বাঙ্গের ক্ষান্তিহীন দোলা, আর
আমার দুচোখে কেবলই লুপ্ত-স্মৃতি
সুখী বর্ণচ্ছটা।
কে যেন কোনোদিন আমার নাম ধরে
ডেকেছিল এইখানেই, মুহর্মুহ অটোমোবাইলের হর্ণে
ডুবে গেছে সেই আহ্বান।

ওরা বলেছিল মাঠ নাকি সেখানে
কখনও শেষ হয় না, মাঠের পর মাঠ।
গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে স্মৃতিভারে নত।
সেখানে দিগন্তের দেখা কখনও
পাওয়া যাবে না, কাঁটা তার
বিঁধবে না কোথাও আমাকে।
ওরা বলেছিল আমি চলে গেলে
বসতির এক চাপ মাটি যেন ধ্বসে
যাবে, হাজার মানুষের প্রত্যেকের
বুকের ভেতর একটা করে ঘর যাবে শূন্য হয়ে।
আর আমি নগরীর দেয়ালে দেয়ালে
লিখে চলেছি আমার নাম। যদিও জানি
আমার অবসানে এখানে একটা বাতিও
নিভবে না ক্ষণতরে, এমনকি পাশের বাড়ীর
প্রতিবেশী দুয়ারটাও হাট করে খোলা
থাকবে না হতবাক এক মুহূর্তও।
ডেকে শুধাবে না একবারও কেউ, যিনি
চলে গেলেন কি যেন তাঁর নাম,
যদিও তাঁরই আত্মার সহোদর ছিলাম
নাকি আমিও ; অন্ততঃ স্বর্ণ শিকারেও ?

আমরা শুধু নগরীকে জানি যাকে পাব না,
চিনতে পারব না কোনোদিনও। আমরা
নিজেদের নাম গেছি ভুলে শুধু একটি নাম
মনে রাখব বলে। অথচ উদ্যত নতুন
ছুরির মত আমিও ঝলকে উঠেছিলাম
একদিন জ্যৈষ্ঠের ফাটা মাঠে, সরবে
বারবার শোনাতে পেরেছি পিতা পিতামহের
কথা। আমারও ইতিহাস আছে, পথের
বাঁকে, নদীর উচ্ছল কলকল শব্দে,

পাখির সরব মিতালিতে, লাঙলের
ক্ষুধার্ত আঁচড়ে, উঠোনের
নিকানো শিল্পে আর মমতাময়ী
চোখের জলের অক্ষরে,
জামরুল আতা আর আমলকির সুপরু সম্ভারে।
সেখানে সব
কথা মনে আছে—তবু আমি
কেমন করে মিশে গেলাম এই
কানাকড়ির হাটে, কেউ-কারো-নয় ভুলে-যাওয়ার
বাসরে ?

ওরে আমি ফিরব না তবু, স্বজনের
বিকৃত পাপ থেকে ভয়ে পালাব না
আমি, মত্ততায় ওরা বাপ বোন মা
ভুলে গেলো, এই নিঃস্ব কান্নায় নিঃশেষও
শুধু হতে দেব না আমাকে। নগরী
ওদের চোখ দুটো নিল উপড়িয়ে,
গেঁথে দিল অঞ্জন শলাকায়
একচক্ষু আলো—বক্ষ থেকে
হৃৎপিণ্ডের অমৃত নিল শুষে,
রেখে গেল শুধু হাহুতাশ আর
এক বুক তৃপ্তিহীন তৃষ্ণা, আমার
বিশাল বিরাট উদার স্বদেশ
থেকে মায়াবলে এক খণ্ড জমি
নিল কেড়ে, আর এক ঝাঁক
পিপাসাবিলাসীকে মানষের মত
চেহারায় বন্দী করে রাখলো নামগোত্র
বন্ধুহীন—ওরে কাপুরুষের মত
আমি পালাব না এ অদৃশ্য মায়াবী দানবের
যান্ত্রিক সম্মোহনের সন্ত্রাসে দিশেহারা

আমি আমার দশ আঙুল ডুবিয়ে
দেব তবু এই পাষাণ মাটিতেই,
আমার শিরা উপশিরার সহস্র শিকড়
চালিয়ে দেব এই হৃদয়হীনতার
অন্তহীন শুষ্কতাতেই, শতপাকে বাঁধব
আষ্টে-পৃষ্ঠে আমাকেই এর অন্ধ গ্রন্থিতে।
নগরীর সংকীর্ণ সীমা একাকার হবেই একদিন
আমার স্বদেশের অসীমে,
আর স্মৃতিনাশী ঐ অদৃশ্য মায়াবী চাঁদ
যাবে ফেটে সহস্র বন্যায়, হে নগরী, হে গ্রহণগ্রস্ত নগরী

মুণ্ডিত মাঠের মতো

ঝড়ের রাতে মুণ্ডিত মাঠের মত এই দুনিয়াটা ;
আঁকড়ে ধরবার মতো একখণ্ড তৃণও নেই,
অচেনা ঝড় যদি উড়িয়েও নিয়ে যায়
কেউই থাকবে না তা জানতে।

আমার কেবলই পিতৃপুরুষদের
স্বপ্নে দেখতে ইচ্ছে করে, কেমন
আদল ছিল তাঁদের, জীবনের
কি আশা মথমণ্ডলে পুঞ্জিত করে
তাঁরা গেছেন সরে, ইচ্ছে করে জানতে।
সন্ততির স্রোতপ্রবাহে আমি বয়ে এসেছি,
না-জানি আরো কত দূরে যাবে এই স্রোত।
যদি জানতাম এর আদি ও অন্ত !

পা ফেলি সুন্দর শষ্পে,
চোখ মেলি শ্যামলিমায়।
আলো এবং অন্ধকার আমার
আয়ুর পাঁপড়িগুলো গোণে।
একদিন জানি তাদের গোণা
শেষ হবে, হাত মুছে ফসল তারা
তুলবে ঘরে। এর মধ্যে একবারও আমার
গ্রন্থিমালা স্বপ্নের ছবি ফুটবে না ?
মিশে যাব ঘরেতোলা ফসলের সাথে একাকারে ?
বুদ্বুদের মত শব্দহীন রেশলেষশূন্য ?

ঝড়ের রাতে মণ্ডিত মাঠের মত এই দুনিয়াটা ?

রোগশয্যা, মৃত্যু এবং আরোগ্য

দলিত পুষ্প হাতে বসেছিল ব্যাধি
আমার শয্যার পাশে,
অকরুণ মুখ অথচ আকণ্ঠ তৃষ্ণার
কী প্রখর জ্বালা ছিল তাকে ঘিরে,
রক্তাভার মত তরল অথচ স্নিগ্ধ
সৌগন্ধ-জ্বলজ্বল আনারের পেয়ালায়
আমার সঙ্গে রেখেছে সে মুখ, আর
আমার শোনিতে ছিল তারই ঠোঁটে-তোলা
ক্লান্তিহীন বুদ্বুদের শব্দ। কে বসেছিল পাশে—
ক্রীড়াময় কৌতুকফুল্ল শিশু, না ঘাতকের
কঠিন প্রতিজ্ঞা, কিছুই দেখতে পাইনি।
শুধু আমার চোখের ওপর কম্পমান ছিল
ঝিল্লীমুখর অদৃশ্য এক অবয়ব, তার
কালো আলখাল্লার ভারী ছায়ায়
আমার দৃষ্টি থেকে মুছে দিয়ে
বিশ্ব চরাচর।

একদিন দেখলাম আমার চোখের সামনে
এক পশলা আলো উঠলো ফুটে,
মৃত্যু যেন তার হাত নিল উঠিয়ে
আমার দেহ থেকে। তবু কাঁধ তুলে
মুখোমুখি দেখতে পেলাম না
সে-আলোর আনন্দিত উৎস। শুধু জানতাম
শিয়রের জানালার অকৃপণতায়ঃ
সকাল হচ্ছে, দুপুর সন্ধ্যে রাত্রি
আলোর জন্ম ও মৃত্যুর খবরঃ
প্রসন্ন গোলাপী, উত্তপ্ত হলুদ এবং বিবর্ণতাঃ
শৈশব যৌবন এবং জরা। শুনতাম পেতে কান

উত্তাল শহরের তুমুল কণ্ঠসংগীত
জন ও যান বহুলতার মিশ্রিত হ্রেষাধ্বনি, ঐকতান ।
আর কানের ওপর এসে আঘাত করছে
অভিমানাহত পিতার ক্ষুব্ধ স্বর ঃ
বাবা, তোমার বন্ধুরা আজ কোথায় ?

আমার বন্ধুরা আজ কোথায় ?
ঐতো জানালার ওপারেই রয়েছে পৃথিবী ;
চলমান বিশ্বের ঢল বয়ে চলেছে ঃ
আমার বন্ধুরা রয়েছেন সেখানে। আমার বন্ধুরা
সেখানে হাসছেন. সমবেত হচ্ছেন, জীবন ও কাব্যের
ওপর তত্ত্বের মনিমালা গড়ে তুলে হাতে হাতে তা
ঘুরিয়ে দেখছেন। ঐ খানেই আমার শিকড়। কতদিন
আমি তাঁদের দেখি না! তবে কি আমি মরে
গিয়েছি তাদের কাছে ? ব্যাধি কি বিজয়ীর হাসি হেসে
তার হাত নিয়েছে তুলে আমার গা থেকে ?
আব্বার বিদ্রূপ-কণ্ঠ কানের মধ্যে বাজছে ঃ
বাবা, তোমার বন্ধুরা আজ কোথায় ?

আমি আমার সাজানো শিকড়পটে জল দিতে
আবার যাব ফিরে দু এক পা করে হাঁটতে শুরু করলেই ।
আরোগ্য উল্লাসে ফেলবো পা, কিন্তু কি করে
ভুলবো, আমি মরে গিয়েছিলাম
ওদের চোখে একবার। ফুরিয়ে গিয়েছিলাম
আড়াল হওয়া মাত্রই, বছরে বছরে
যত্ন করে বাঁধা গ্রন্থিতে একটুও চিৎকার না-জাগিয়েই ?

উৎসের দিকে

নদী থেকে আমি পাহাড়ের ঐ সমুচ্চ
শিখর দেশের দিকে তাকালাম। ছায়াচ্ছন্ন
মাধুর্য ঐ উত্তঙ্গ ত্বকে, বনেদী বাদামী
শরীর যেন সহস্র বছরের স্থির
মাটিরঙ হাতি, যেন বঙ্কিম গর্বে
সমুন্নত উটের পিঠ—অনেক পথ
পার হয়ে, ধুলি ঝড়ের অনেক অন্ধকার
পায়ের ঝাপটায় দূরে ঠেলে
দিগ্‌বিজয়ের বিশ্রান্তালাপে এখন স্তম্ভিত।

দৈবক্রমে অনাদি এক মানবতার
অশেষ ক্ষরিত পাপ, মুহুর্মুহু সংক্ষোভ
আর বিস্ফোরণ বুকে করে বয়ে চলেছে
নদী, নির্বিকার নদী, ইতিহাসের বুকচেরা
অনেক অক্লান্ত গুঞ্জন তরঙ্গে তরঙ্গে বেঁধে
মোহানার অবসানে সে ছুটে যাচ্ছে
উদ্বাহু নির্নিমেষ।
কি তার লোভ, কি তার লক্ষ্য,
তৃষ্ণার কি অক্ষর ফুলকির মত
ফোটাতে ফোটাতে মোহানাতে
সে অবলীন, জানিনা পরমার্থ।
সমুদ্রের গ্রাসে কত ঠাঁই আছে তাও জানি না।
সমুদ্রের দিকে আমি তাকাব না।

আমি শুধু দেখছি পাহাড়ের ঐ সমুচ্চ
শিখরদেশ—সুস্থির সুন্দর, প্রাণোচ্ছল
উজ্জ্বল। ধ্বংস ও কীর্তির নির্বিকার নীলকণ্ঠ।
নদীর ঐ জন্মদেশ, ঐ পাহাড়,

দপিত পিঠবাঁকানো
বাদামী হস্তীর গাত্রবর্ণ রাজকীয় ঐ
প্রশান্ত প্রদেশ।

দেওদার বনে হাওয়ার শব্দ উঠছে,
শিশুবৎসল সূর্য তার ঝলমলে মুখ উপত্যকার
আবর্তে আপত্য স্নেহে ঘষছে,
আর নদী অনবরতই খুঁজে পাচ্ছে
তার উৎস কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে।

প্রাণ কেড়ে নিয়ে ছুটছে নদী,
তরুণ তাজা প্রাণ, দুষ্ট ছেলের মত
নিষ্পাপ অনাবিল অথচ দুরন্ত প্রাণ
---ঐ বিশাল সুউচ্চ শরীর থেকে,
ঐ মহিমার গম্ভীর নৈঃশব্দ থেকে,
ছুটছে অজানা অকুতোভয় অপাপবিদ্ধ।
আর সমতলের হিংসায় দ্বন্দ্বে,
জটিল হিসাব আর লেন-দেনের খরতর
প্রবাহে পথে পথে বদলাচ্ছে তার রঙ,
ঘোরতর প্রস্রবণে কত দ্রুত পাল্টাচ্ছে পট
---পলিমাটি, যুদ্ধ, ফসল এবং প্লাবন।
জন্মের পরেই নদীর বয়স যে কত হয়
আমি কিছুতেই তা জানব না! পাপ আর মুক্তিতে
তার ক্ষুধার্ত তরঙ্গ প্রতিমুহূর্তে
মাথা তুলছে। কেবল তুলছেই, শুধু এইটুকু জানি।

তবু নদী যবে মোহানায়, অবশেষে সমুদ্রের
গ্রাসে অর্পণ করবে ভারাক্রান্ত নিজেকে। কি তার
প্রার্থিত শুদ্ধি আছে সেখানে, সেই জানে।
কি আশা পোষণ করে উন্মাদ সে অহরহ,
ক্ষান্তিহীন উধাওগতি, শুধু সেই জানে।

আর আমি শুধু তাকিয়ে থাকি ঐ পাহাড়ের
সমুচ্চ শিখরের দিকে, জন্মভূমির দিকে।
জন্মের প্রথম মহর্তের দিকে।

চিরচেনা ছবি

মধ্যাহ্নের স্তম্ভিত আলোকে
পালক মেঘের দল
হাতি ঘোড়া কিংবা সিংহের মতন অবিকল
আকাশ প্রান্তর জোড়া আঁকে ছবি। পলকে পলকে
বদলায় রঙ, খেয়ালী আকার ;
স্বেচ্ছামত্ত শিশু যেন পাড়ি দেয় খেলনার পারাবার।
স্মিত চোখে ওঠে জ'লে
পরিতৃপ্ত জ্যোতিকণা। দেখার নীরব কারিগর
গভীরে গোছায় যত ত্বরিত আলপনা, যেখানে রয়েছে তার
ফিরবার ঘর।

নিগূঢ় জলের শব্দ বাজে পাটাতনে
ভীষণ গেরুয়া বর্ণ তরঙ্গ স্বননে
লক্ষ সাপ তোলে ফণা
চিরকাল জানি যাবে না তাদের গোণা।

শুধু ছায়া শান্ত করে। মিহিন আদরে
ঢাকে তরঙ্গের লক্ষ দাঁত, রৌদ্রের ঝালরে
ভয়ানক হিংসার উত্তাপে পু'ড়ে যারা চীৎকারে হচ্ছিল ছারখার
ছায়া শান্ত করে মিহিন আদরে, ভোলায় সিংহের খেলনার
প্রলুব্ধ উজ্জ্বল হাততালি দিয়ে। প্রগল্ভ দুপুরে,
সুবোধ প্রশান্তি জমে ঊর্ধমুখ জলের নিগূঢ়ে।

চিরকাল দেখি এই ছবি,
মেঘে ঢাকে রোদ, পালক মেঘের কবি
জ্বালাধরা নদীনালা মাঠ ছায়া দিয়ে শান্ত করে সবি।

খেলনার দোলনায় ক্রোধ মোছে. মোছে ক্লান্তির বিকার।
অক্লান্ত এ খেলা নাম নেই ফুরোবার,
চিরকাল ঘরে তুলি চিরচেনা এই ছবি, যেখানে রয়েছে ডাক
নীরবে ফেরার ॥

বিপদে বিপন্ন নও

বিপদে বিপন্ন মুখ দেখিনি তোমার কোনদিন আমি,
দেখি নাই
তোমার শ্যামলে ক্লান্তি, রৌদ্রে ম্লান ছায়া
ফুলের বিবর্ণ হাসি
শুনি নাই
হরিয়াল গান গেছে ভুলে
কোকিলের স্বরে সুর নাই।

কাজল আঁধার রাতে বেনোজলে চাঁদ গেছে ভেসে
আম জাম কাঁঠালের আকুলিত পাতা ভয়ানক ত্রাসে
দক্ষিণা ঝড়ের সাথে যুঝেছে বিদ্রোহে সারা রাত ধরে,
উটের পিঠের মত সমুদ্রের তরঙ্গ অশেষ
ফুঁসে ফুঁসে উঠে এসে
ডুবিয়েছে ঘরবাড়ী জনপদ
মাঠ ঘাট প্রান্তর নগর, ফসলের স্বপ্নভরা খেত।
ভয়ানক ক্রোধে ছিন্নভিন্ন করে গেছে
প্রকৃতির রোষ,
নবজাত শিশুটির কান্না মিশে গেছে মার রুদ্ধশ্বাসে
পিতার শিথিল হাত থেকে গেছে খসে পুত্র
খরতর জলস্রোতে,
হাজার বছর ধরে অকাতরে জেগে থাকা মহীয়ান
গাছ হলো ছিন্নমূল, লাঞ্ছিত দলিত।

কতবার দেখে গেছি এই সব দৃশ্যাবলী
দুদিনে দুঃখের ভয়ানক কালে, প্রকৃতির অগ্নিরোষে
তোলপাড় জনপদ, সাজানো বাগান,
উপড়ানো ল্যাম্পপোস্ট, ভাঙ্গামাথা মিনার গম্বুজ ঃ
তবুও দেখিনি আমি বিপদে বিপন্ন মুখ কখনো তোমার।

বিপদে বিপন্ন মুখ দেখিনি তোমার কোনদিন আমি,
দেখি নাই তোমার শ্যামলে ক্লান্তি
পেলব পলিতে উষরতা,
শুনি নাই হরিয়াল গান গেছে ভুলে
থেমেছে ঝিল্লির মুখরতা ;
দেখি নাই কোনদিন তুমি
টেনে নিলে ছায়ার প্রগাঢ় শান্তি,
নিষ্ফলা করলে শস্যশীলা উদার উর্বরা ভূমি,
শুকালে নদীর ধারা শুষলে মেঘের কান্তি,
হতাশায় পরাভবে শোকে দুঃখে
দেখি নাই নিরাশ্বাস হাল ছেড়ে দেয়া ক্লান্তি
কোনোদিন তোমার প্রভাত মুখে।

আমার বুকের গূঢ় বেদনার ইতিহাস
জয়ন্তীর ঘাসফুল স্তবকের হয়েছে সুবাস।
মেঘনার যমুনার পদ্মার কল্লোলে শুনি
আমার শিরার শত শিহরিত আনন্দের ধ্বনি।
জল তুলে কে যায় নীরবে ছবি এঁকে ঘরে ফিরে
গোধূলি ধূলায় গাঢ় চিরন্তন সন্ধ্যার নিবিড়ে,
তরঙ্গের ক্ষুব্ধ মুখে তড়িৎ তরণী বেয়ে
কে কখন তোমার হৃদয়ধ্বনি গানে গানে ফেলে ছেয়ে,
কে বসে অলস আঙ্গিনার পাদপীঠে কাহিনীর সুরে সুরে
প্রাণে প্রাণে ছুঁয়ে যেতে একে অপরের ছায়া ঘিরে—

আমার সকলি জানা, তুমি আছ অনিমিখে
অভয় হাতটি রেখে জনে জনে দিকে দিকে
অনিঃশেষ তাই যেন প্রাণের কলস,
স্বপ্নের উন্মুখ চোখ ওঠে ভ'রে, বারবার অনলস।

বিপদে বিপন্ন মুখ দেখিনি তোমার
বরাভয়ে সর্বংসহা স্বদেশ আমার।

শ্বাপদের তাড়নায় সম্মুখে কে যাবে
দৌড়ে আগে তুমি ছাড়া,
কার সুকোমল স্নেহময়ী হাত
সুকঠিন হবে শত্রু হননের মারণ আঘাতে
তুমি ছাড়া
বর্ষার সম্পন্ন স্নিগ্ধ অনুভবে
চৈত্রের প্রদীপ্ত রৌদ্রে
বৈশাখের নহবতে
গুরু গুরু গর্জনে স্বননে
সিক্তধারা অগ্নিখরা কে আছে আর তুমি ছাড়া।

প্রমত্ত সিংহের মত উদাত্ত ব্যাঘ্রের মত
সহস্র আমাকে তুমি অক্লান্ত গড়েছ
অতন্দ্র প্রেমের হাতে। তাই
করুণায় সুধাময় আমি গলি, প্রতিরোধে
প্রখর সূর্যের মত আমি জ্বলি
তোমার বিচিত্র স্নেহরসে শতভিষা শতশিখা আমি।

আকাশ বিদ্যুতে দেখি স্বদেশের সুনিবিড় রূপ
আনন্দ সুগন্ধ ধূপ
জনে জনে মনে মনে প্রদীপ্ত প্রগাঢ় ঔৎসুক্যে
পুঞ্জিত সাহস আজ ছড়ায় প্রবাল সখ্যে।

বিপদে বিপন্ন নয় দেখি মুখ অজেয় অপার
বরাভয়ে শত্রুজয়ী অকাতর স্বদেশ আমার॥

আমার নিয়তি তুমি

আমার নিয়তি তুমি, যতই হও না কেন
দরিয়ার ভীষণ তুফান
আজদাহা বান হয়ে আচম্বিতে কাড়ো লাখো প্রাণ,
অনাবৃষ্টি আগুন ঝরিয়ে খাক করো মাটি
ছারখার করে দাও সাজানো বাগান পরিপাটি,
সুপ্রাচীন ক্রোধে বয়ে যাও খরতর ঝড়ের তাণ্ডবে
উড়িয়ে ছড়িয়ে গাছ ঘরবাড়ী নির্দয় নৃশংস কলরবে।
যতই কেননা তুমি অনাহারে পথে টানো, স্নেহহীন করো মাতার হৃদয়,
অন্ধকার চোখ, দয়াশূন্য প্রাণও কাঁপে না এমনি নিঃসংশয়;
তবুও ভুলি না আমি, আমার নিয়তি তুমি, দুঃখের দারুণ মুখে
তোমাকেই রাখি বুকে, অবিরাম অনির্বাণ সুখে।

শূন্যে শুনি হাজার দানো আঁধার চিরে বাজায় করতালি
ভয়াল মেঘ হিংস্র বেগে লোপাট করে চাঁদের মিহি ফালি
ভাদ্র জরা রৌদ্র খরা ভীষণতর অসুর ভয়াবহ
জন্ম থেকে প্রতিটি পদে আমার যেন সংগী অহরহ
তবুও আমি হতাশ হয়ে ধরব নাকি ভয়ের হাতখানি,
রাত্রি ফেঁড়ে পথের মুখ খুলছ তবু অভয় তুমি জানি।
চৈত্র জ্বালে বহ্নিশিখা শোষক ত্বকে তৃষ্ণা ঘন জাগে
উতলা তবু হইনা আমি বৈশাখের তীব্র খর রাগে।
আষাঢ় দেবে জলের ফোঁটা ফুটবে নব চিত্র ঘনপটে
সর্বনাশ সৃষ্টি হয়ে আসবে ঠিক তোমার দেহ তটে।
ভয় কি তবে? তাইতো আজো জানে না শেষ আমার কথকতা
তুমিও আছ, আমিও আছি, বইবে জানি তোমার অশেষতা।

সবুজ স্বপ্নের ঘন বনে
ডোরাকাটা ঘরেফেরা হরিণেরা
জোছনার স্বচ্ছ কাচে মুড়িয়ে শরীর সুস্থির নিবিড়
ঘুম যায়,
কখনোবা তড়িৎ অবলীলায়
নদীনালা ঘাসের গন্ধুজ
হাল্কা গমকে লাফিয়ে পেরিয়ে যায়

কত ছবি আঁকো তুমি বাঁকে বাঁকে
পাখির দঙ্গল বর্ণদীপ্ত উড়াও আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে
সুপ্রিয় বাতাসে
কে তোমাকে ধরে রাখে সীমার সংক্ষিপ্ত প্রহরায়
তোমার অশেষ প্রেম কিশলয়পাখা মেলে
অন্তহীনতায়।

কাজল পাতার আড়ম্বরে অকাতরে
এখানে রয়েছে ঘর,
কূজন মধুর আর কিছু ঘন স্বর।
তিতাস নদীর পিপাসায় মাখা
পলিমাটি-প্রাণ আর কিছু আছে ঢাকা,
চাঁদের হরফে গুঞ্জরিত কথা বলে প্রেমবন,
শূন্যের দোল্‌নায় হরিয়াল দোল খায় কিছুক্ষণ।
নীরবে তোমাকে পাই নিভৃতির বাতায়নে
আমাকে মেশাও তুমি আমার স্বজনে।

যাই যতদূরে রাত্রি থেকে দিনের প্রহরে
হই না বিলীন তাই সুখ কিংবা দুঃখের জঠরে।
যাই যতদূরে নগরে বন্দরে উদয়ে কি অস্তাচলে
ঘুরে ফিরে আসি বারবার তোমারি অক্লান্ত কোলে।
ভয় দিয়ে ভয় নাশ, দুঃখ হেনে আমাকেই কর অবিনাশী,
সুখে তাই হারাই না আমি, দুঃখেও বিজিত নই;
আমার নিয়তি তুমি তোমাকেই ভালবাসি।

চিতার দোসর

মন হতে চায় একাগ্র অতল চিতার দোসর।
বনানীর রাজসিক রত্নরাজি
দুপায়ে মাড়িয়ে বঙ্কিম গ্রীবায়
অকাতরে যাব হেঁটে। সটান দাম্ভিক খাদ টিলা কিংবা
অজস্র বিত্তের পরম আহলাদে আটখানা
ঝর্ণানালা তুচ্ছ সম্পদের মতো গর্বিত পায়ের কাছে
রবে পড়ে। সারাক্ষণ সূর্য রক্তিম বৈভব নিয়ে যাবে
পেছনে পেছনে। ভরে দেব রাত্রির নিঃশব্দ অহংকার
ভয়ঙ্কর চিৎকারে থেকে থেকে। আমার একাকী
অস্তিত্বের খরতাপে শিহরিত হবে অরন্যাণী,
আত্মমগ্ন মাটির শ্যামল ত্বক, সবুজ গাছের শ্লীল সম্পন্নতা।

হঠাৎ মৃত্যুর আগে একবারো জানব না,
আমিও সামান্য কিছু,
আমারো হাড়ের গুচ্ছ লুটাবে ধুলোর পর
তুচ্ছতায়, গ্লানিমায়, অলক্ষ্য হেলায়॥

স্বদেশে পরিব্রাজক

ইবনে বতুতার চোখে কি স্বপ্ন উঠেছিল ফুটে
নীল নদ মিছে হল তার কাছে
বাংলার নদী জলে ;
বানিয়ের ভুলে গেল স্বদেশের যশোগাথা,
পলিমাটি-পদাবলী তার দৃষ্টি দিল ভরে।

ইবনে বতুতা নই আমি, নই বানিয়ের,
তবুও পর্যটক আমি এক আমারই স্বদেশে।

ঘোড়ার কেশর ফোলে না, ফুঁসে ওঠে না
আমার পায়ের দাপটে। কিশোরীর এলোচুলের
মত পথ মত্ত মাতাল করা নয় আমার মনে,
তবুও পর্যটক আমি, আমার দৃষ্টির মোমবাতি
বাতাসের মুখে তুলে ধরেছি।
কিংখাবে-মোড়া প্রাচীন পুঁথি সরবে মুখর
বাংলার গরিমাতে, এখনো গানে ভেসে আসে
বাউলের সুর। যোদ্ধাদের বর্ম আছে, বল্লম, বর্শা,
খাপ থেকে তলোয়ার টেনে নিলে এখনো আওয়াজ ওঠে,
স্মৃতি হানে

মোহময় সুদূরের, ক্ষুরধার হয়তো-বা নয় তবুও
বিদ্যুৎ ঝলক কিছু আছে লেগে, যদিও সবই
সযত্নে রক্ষিত জমকালো যাদুঘরে।

দর্পের স্তম্ভিত অতীত সম্ভার পিঠে ঝুলিয়ে
স্বদেশের পরিব্রাজক আমি, দক্ষিণ থেকে উত্তরে
সমুদ্র থেকে পাহাড়ে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে
সজল থেকে উষরে—আমার স্বদেশের
একাকারে আমার যাত্রার শেষ নেই। এইখানে

কি বাণিয়ের ফেলেছিলেন পা ? ঝড়ের
মুখ থেকে পালিয়ে ওপারে ওঠার আর্ত আহ্বানে
পাড়ানীর কণ্ঠ-চেরা সন্ধ্যায় কি এমনি
থমকে গিয়েছিলেন ইবনে বতুতা ? আমার মত
আর কার চোখে পড়েছিলো ঐ দূরের আঁধারে
ফুটে ওঠা প্রদীপের কম্পিত শিখা, প্রাণস্পর্শী থরথর ?
আমার স্বদেশের আলোকে আঁধারে ওদের
স্বপ্ন মুকুল হয়ে ফুটেছিল। দেশবাসীর
দুধে-মোছা মুখ, ননীঝলমলে দেহের লাবণ্যে
জীবনের সুখ ওদের সাথে হেসে কথা বলেছিল।
ধন্যজন ধন্যভূমি ওদের স্বপ্ন দিয়েছিল ভরে।

স্বদেশের বুকে আমার হেঁটে চলা
শেষ হয় না। আর কেবলই কে যেন
বারবার বলে ওঠে আমার কানে ঘুরেফিরে একই কথা,
বুলবুলির রাঙা ঠোঁটে
নোলক পড়ানোর দিন নাকি শেষ,
পাপের পাপিয়া কটিদেশ দোলায় না আর
গর্বভরে নিতান্ত হেলায়,
তার নূপুরে নাকি মরচে ধরেছে !

পাপপণ্যে কলঙ্কে আলোকে বাণিয়ের দেখেছিলেন পূর্ণচাঁদ,
সম্পূর্ণ সুখে দিগ্বিজয়ী ছটায় ঝলকিত। আমি
গ্রহণের কালে সেই চাঁদ বুঝি
হারালাম। ইবনে বতুতার চোখে
কি স্বপ্ন উঠেছিলো ফুটে —নীল নদ মিছে হল
তার কাছে বাংলার নদী জলে। আমার
আদিগন্ত পথে সেই স্বপ্নেরও দিন কি
ফুরাবে ? আমারি স্বদেশে ?

সোনার কাঁটা

তরুলতার আলপনায় রৌদ্র এসে মেশে
সোনার কাঁটা অপরূপার সুদূর কারুকেশে
তুলনা বুঝি তার।
মন করি উজাড়
দর্পণেরও দর্পহারী যত্নখর ত্বকে
হৃদয় চিরে নখে।

কণ্ঠ ফুড়ে তুললে যদি প্রেমের কলস্বর
অজান্তেই চমকে উঠি
ভাঙলে কিছু, কিংবা বুঝি ঝড় ?
মেদুর চোখে ফুলকি ফোটে থমকে গেল বলা,
তখন তবে হৃদয়ভরা তোমার ছিল স্বপ্ন থরথর ?
প্রেমিক হতে আমিও জানি,
কিন্তু যেন আঁধারে ডুবে গেছে চন্দ্রকলা,
হৃদয়টাকে ছিনিয়ে নিল দুঃস্বপ্নের কোন্ যে অনুচর।

আড়াল চিকে তাই কি ঢাকি
ভাগ্যটাকে ভোগের মজলিসে
সময়টাকে ভুলতে গিয়ে ছলনাময় দেহের কূট বিষে ?

সোনার কাঁটা অপরূপার সুদূর কারুকেশে
বিষের দাঁত ঝিকমিকিয়ে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডে এসে মেশে।

স্থির চিত্র

শ্বেত পদ্মের মত হাত
ললিত প্রসারণে কি এখন নিয়েছে তুলে ?
রক্তবর্ণ ফুল শাদা হাতে ? নাকি সে আছে শুয়ে
গোধূলি স্বপ্নের স্মিত গোলাকার চাঁদ বুকে নিয়ে ?

বহু দূরে যাকে এসেছি ফেলে
সবুজ ঘাসের পথ ঠিকানা কি খুঁজে পাবে তার
কখনো আর ? পুরু মখমলে ধ্বনি জাগবে কি
পদভারে, হাতির দাঁতের সুকঠিন পেলবতা
যার কাছে হার মানে ?

লাবণ্য তরী এক স্মরণ সাগরে
ভাসে মৃদু বায়ে ; জোছনায় জলে টলমল ছবি ;
মুখমণ্ডলে কাজল গুলমলতা, চিকুরের জালে
আঁখি পল্লব ছায়া, ঘন পত্রের মায়া
দেহ বল্লরী ঘিরে। সফেদ পাষাণে
ফুটে আছে একাকার সাদা ফুল। কার যত্নের
অনুপম ঘায়ে মসৃণ ওঠানামা অঙ্গে অঙ্গে আঁকা ?
চোখে ভেসে ওঠে সদ্য গমক ছটা
অলসগামিনী ব্রীড়া ; শত যোজনের দূরে
শত মৃত্যুর পরে আজো কেঁপে উঠি
অসহ অনল অনঙ্গ তাপে।

ঘন তমিস্রার মত দুর্ভেদ্য অহঙ্কার,
গবাক্ষহীন কঠিন হর্ম্যের মত হৃদয়—
আমি সেই নিশ্ছিদ্র নিটোল অহঙ্কারে,
কারুকার্যময় দৃপ্ত নিষ্কম্প হৃদয় মন্দিরে
রেখেছিলাম হাত ; শিলীভূত করুণার
সামনে তাপে বিগলিত তুষারের মত
তুলেছিলাম কলকল শব্দ—উপলের
প্রতিঘাত ধ্বনি, অবিরাম উচ্ছ্বাসের
বিদীর্ণ নিনাদ। নিশব্দ নিগূঢ় হিমাচল
আর অফুরন্ত বাঙময় প্রস্রবণে মিলে
প্রেম এক স্থির-চিত্র হয়ে উঠেছিল
মুহূর্তের নিসর্গে। আমি চলমানতায়
নিরুপায় চলে গেছি বহু দূরে।

বহু দূরে যাকে এসেছি ফেলে
সে কি অটুট মন্দিরের মত আজো স্থির ?
একটি গবাক্ষও কি সে খোলে নি নিজ প্রয়োজনেও,
বদ্ধ হয়নি হৃদয় অপ্রতুল হাওয়ায় ? শ্বেত পদ্মের মত
সেই হাত কী এখন আছে ধরে –
রক্তবর্ণ দীর্ণ ফুল, কিংবা গোলাকার
ফাটা চাঁদ গোধূলি স্বপ্নের ?

স্মরণ সাগরে তবু
লাবণ্য তরণী এক থেকে থেকে ভাসে মৃদু বায়ে।

নিয়ে যা

কি করে বলব বুকের সেতার একটি সুরেই সাধা
বলতে পারি নে কাহের আসন তোর জন্যেই বাঁধা।
হৃদয় প্রান্তে ব্যথানীল রেখা দূর পাহাড়ের ছবি
যেন জমে আছে কঠিন শপথে গূঢ় কান্নার কবি!

দাঁতের শ্বাপদে অকারণ ঘায়ে হেনেছিস প্রাণ তুই
রিক্ত ঘরের অনল ধোঁয়ায় মরা আলো একা ছুঁই।
ঢাকা-পল্লব গহীন গহনে হীরে মোতি আছে কিনা
স্বেদ কণাভরা এই অবেলায় কেউ এসে দেখবে না।

নিয়েছিস তুই অবিরল কত পর্দায় ঢেউ তোলা
মেঘের রৌদ্র, উঠোনের ফুল, হৃদয়েতে পায়চারি।
মাঝখানে এসে থেমে গেছে যেন অফুরাণ কথা বলা
ঘরের বাগানে পেতে রাখি শুধু শন্য চোখের ঝারি।

নিয়ে যারে তুই নিয়ে যা নিয়ে যা যতটুকু আর বাকি
স্মৃতির ছলনা, দেয়ালের দাগ, ফিরে আসবার ফাঁকি।
নিয়ে যারে তুই ভাঙ্গা আয়নার ফাটা ছায়াটুকু তোর
এও নিয়ে যারে, মুছে ফেলে বাঁচি, চক্ষুর মিছে ঘোর।

যদি জানতাম

যখন কিছুই জানতাম না
তোমাকে জানতাম,
আমার লজ্জা আমার পাপ।

ভালবাসা সতত অগ্নিলাভায়
জমত শিরা উপশিরায় ; ছিলাম
আমি প্রেমের জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মত ;
বিস্ফোরণই ছিল আমার মুক্তি
আমার লজ্জা আমার পাপ।

যখন কিছুই জানতাম না
তোমাকেই শুধু জানতাম,
যদি জানতাম কি অধোবদন, কি লজ্জা
কি শিহরিত লজ্জা ঐ জ্বলন্ত অনর্গল গলায়
যদি জানতাম।

আমার লজ্জা আমার পাপ।

অপঘাত

বিদ্যুতের দিবাস্বপ্ন বন্দিনীর আতঙ্কিত ত্রাসে
আকাশ তিমির ফেড়ে ছুটে যায় মুহূর্ত শননে
পুঞ্জীভূত মেঘমালা উন্মথিত গর্জিত তর্জনে
আন্দোলিত বাহু তুলে ধেয়ে আসে উন্মিলীত গ্রাসে।
আকাশের ভ্রান্তদিশা ভয়নাদে কম্পিত মৃত্তিকা,
ছেঁড়ে ঘর-বাড়ী শিশু ঃ ডোবে দেশ কালান্তক ঢলে,
ইলেকট্রিকের থাবা ওত পাতে ত্রস্ত চলাচলে,
ওপড়ানো গাছে গাছে ভাঙা-বাসা রিক্ত অশ্রু-লিখা।

বৈশাখী বিদ্যুৎ দাম আপামর জনে জনে দেশে
আকাশে মাটিতে আর প্রাণপাত প্রস্ফুট ফসলে,
সর্বনাশ হেনে হেনে বারবার কি যে যায় বলে
আদিগন্ত পশুশ্রমে শুরু আর মেলেনা যে শেষে।

বিদ্যুতের আলোকিত দাঁতে দাঁতে তিমির গহ্বরে
শুধু দেখি শত আশা অপঘাতে পড়ে আছে মরে।

অনিকেত প্রত্যাশী

বিরান বাগানে দেখ পড়ে আছে মৃত ম্রিয়মান ঘাস,
ম্লান পক্ষহীন চোখ, প্রকৃতির নিঃশেষ নিঃশ্বাস
আলোড়িত চারদিকে। মৃত্তিকার বুক গেছে ফেটে
কোথাও ঝরণা নেই, জল নেই সুদূরে নিকটে,
সমুন্নত পাহাড়ের উৎসারিত অনিঃশেষ মুখ
সুধাশূন্য প্রাণহীন। কোথাও কি এক কণা সুখ
পিপাসার তৃপ্তি নিয়ে ঘরে মাঠে প্রান্তরে বন্দরে
মেলে না পরম কালে, অতিক্লান্ত তৃষিত অন্তরে?

বাঞ্ছনার দীর্ণ দিনে শুধু ধূলিঝড়ে পাতা ওড়া,
মৃত্যুর মর্মর গান, হতাশার কঠিন প্রহরা
দেখে যাব স্তব্ধ মুখ? জানবো না ও ফসলে ফলে
কী অমৃত স্বাদ ছিল, প্রণয়ের চিত্রিত আঁচলে
স্বর্গের কী ছায়া ছিল? অনিকেত প্রত্যাশী আমরা
যৌবনের জোব্বা পরে দেখি শুধু জীবনের জরা।

প্রাচীনতা যার

প্রাচীনতা যার রক্তে করে গান, খোয়া ওঠা ম্লান
দেয়ালের কথকতা অহরহ স্মৃতির সায়রে
তোলে ঝড়। বেলোয়ারি শব্দকলা, গাঢ় শামাদান
শিথিল শিথান হতে বিতাড়িত ; বিবাগী আসরে
শুধু ধূলিকীর্ণ স্মৃতিপুঞ্জ, নেই অলিন্দ সৌষ্ঠব
প্রাচীর গাত্রের ছটা, নেই বর্শা বর্ম তরবারি
অতুলন কারুকার্য, দৃশ্যপটে বন্দিনী অর্ণব,
মখমল-মসলিনে ঝলমলো সৌভাগ্যের ঝারি।

সুরায় সম্পূর্ণ হয়ে ভরে ওঠা সেই পাত্র কই,
ঘাগরার বিঘূর্ণিত মোহে তৃপ্ত হয় দুই চোখ,
সুখে ভরে ওঠে কান জলসার সেই সুধা কই,
নবীন দিনের দেহে দেউলিয়া একি এ নির্মোক!

সুপ্রাচীন শহরের আত্মহত নিস্তব্ধ তাঁবুতে
ছায়াহীন মানুষের ছবি দেখি অধনা আয়ুতে!

'জীবনের ভাণ্ড থেকে,' বল্‌লে সে 'সাত তাড়াতাড়ি
শুষে নিয়ে মধুকণা কি এমন হবে পোয়াবারো ?
সুডৌল সংসারে কীর্তিমান বিত্ত যত—গাড়ী বাড়ী
স্থাবর স্বস্তিতে গড়ে, বলতে কি চাও, কত পারো
তুমি প্রতারক জীবনের মুখে দিয়ে তুচ্ছ তুড়ি
নিপাট মহিমা এক অবিকল নিজেরি তোমার
রেখে যেতে অনায়াসে ? গেলে ছুঁয়ে জীবনের বুড়ি
যাদুকরী বাজীমাতে, ছুঁড়ে দিয়ে তুরুপের মার ?'

সন্দেহ কি, ফানুসের হট্টরোল আলোকের মালা
জমকালো ভেল্কি আঁকে হাপিত্যেশ জীবনের নাটে
হলুদ বেগুনি লালে স্থল ধুলি হয় মেঘমালা
হরবোলা বাসনার মুখরিত আত্মঘেরা পাটে।
সব মানি, তবু এক মৃদুভাষী অজানিত কথা
মুখটি ঘুরিয়ে বলে, 'তুচ্ছ এ-ও, রঙীন শূন্যতা।'

অন্বিষ্ট অসুর

কাকে তুমি অহরহ খোঁজ সারা ঠাঁই,
প্রাণতোয়া সংসারের যত্ন ছোঁয়া ঘরে
কোন প্রতিরূপ চাও অপন নখরে,
সারাক্ষণ পেয়ে যাকে ভাবো পাও নাই ?
গৃহের সহজ কোলে পত্রময় মায়া
কুঁজোয় বরফ-ঠাণ্ডা পানীয় উচ্ছল
আপামর আত্মজন মমতা উজ্জ্বল
তুচ্ছ করে সবি তবু খোঁজ কার ছায়া ?

প্রেমিকের ছবি মুছে আকৃতি পশুর
গড়, অমৃতকে ঢেলে ফেলে ছান বিষ,
গোপন বিবর হতে খুঁড়ে অহর্নিশ
জাগাও ঘৃণায় সিক্ত অন্বিষ্ট অসুর ?

ঠোঁট থেকে মুছে ফেলে জীবনের কণা
স্নায়ুর সন্তাপে শেষে পাও কি সান্ত্বনা ?

স্বগতোক্তি

প্রবল হতাশা বায়ে, দক্ষিণে আজন্ম অবরোধ
পূর্বে অবিরত সূর্যোদয়, পশ্চিমে বিলয় ঃ
আমার সীমানা। মা আমার ছিলেন না দানবের সহোদরা
তবু ক্রোধভরা আরক্ত চোখের ঘায়ে আজীবন বলতেন,
উথাল পাথাল হয়ে বলতেন, যেয়োনা যেয়োনা বায়ে। কখনোবা
বলতেন কড়া শাসনের সুরে, যতদূর পারো থাকো অন্তঃপুরে,
ভীষণ উত্তরে যেতে মানা। খুলোনা খুলোনা
আবদ্ধ কপাট ও ঘরের, নিশ্চিত যমের
কায়া অবিরাম আছে ঢেকে নীরবে তোমার ছায়া।

শতাব্দীর শ্যেণ দৃষ্টি তলে ছ'ল বলে
সুকৌশলে আমার হাত-পাগুলো বড় ক'রে
মা গেছেন চলে অনন্তের ঘরে।
এখন সম্পূর্ণ করি নিঃসংশয় সদাশিব আত্মপরিচয়
পরম পার্থিব জীবনের বরে। পোষা বিড়ালের মতো
বিকেলের শত রোদ থাকে পড়ে কোল জুড়ে,
রাত্রি আসে বিশ্রামের একান্ত নিশ্চয়ে। অবিরাম ঘুরে ঘুরে
প্রলম্বিত শান্ত রুটিনের যেন শেষ নেই। গেছে সয়ে সুখ,
দুপুরের ঘুম, ঘরের নিঝুম ছাদ, দ্রৌপদীর শাড়ীর মতো
গৃহিণীর অক্টোপাস সাধ, অনন্ত আহ্লাদ।

দূরদর্শী জননীর বরাভয়ে অর্কিডের দক্ষতায় নীরস পাথর থেকে
সুধা হাতড়ায় এই দুই হাত। পাশের প্রাসাদ

যায় ক্ষয়ে যায় তবু নিজের সমিধ যথারীতি
খুঁজে নিয়ে করি বাজীমাত। কার শিড়দাঁড়া যায় বেঁকে,
ফসলের সম্পন্ন মহিমা গেল ঢেকে ধূলিঝড়ে, কিছুই করেনা ছায়াপাত
কেননা সকল অপঘাত কৌশলে এড়িয়ে সাধা
সুমসৃণ আমার ললাট। কেননা কখনো আমি হইনি উত্তরগামী
কখনো ছুঁইনি নিষিদ্ধ কপাট। ব্যাঙ্কের লেজারে
অন্তর্যামী স্বপ্নস্তূপ হিসেবের হারে পায় রূপ,
যদিও কানের কাছে উচ্চাশার প্রপেলার শব্দ তোলে
অবিরত শনশন, সেদিকে দিইনে মন। কেননা সীতার গণ্ডী
ছেড়ে আজীবন যেতে মানা। ঝুঁকি নয় ঝকঝকে
সাজানো অক্ষরে স্বস্তি জমে আমার শীতল ত্বকে।
এই আমি আজীবন আমি, আমার সীমানা।

ভূগোলেরও বহুবার বদলায় সীমা
নির্ভুল বৃত্তের ছকে সাধা শুধু আমার জীবন বীমা॥

রাত প্রহরী

মায়ের ক্ষমার মতো এক চক্ষু রাত
এমন নিঃশর্ত কোল দেয় মেলে প্রতিবার, যেন
আমরা কেউই নষ্ট মানুষ কখনো নই।
ঘুমের শান্তিতে পাপ ভুলে যাই, দ্বিধা যায় মুছে
প্রতারণাঘোর জীবনের। কেনা গোলামের মতো
চিরদাস চেরাগের দৈত্য দুহাত বাড়িয়ে
না চাইতেই খয্যোর সম্ভার সদা তুলে ধরে
মুখের আদরে। ভুলেও হয় না ভুল। এরপরো
কী করেবা ভাবি অদৃষ্টের বরপুত্র আমি নই?

নিপুণ শয্যার লোভে রসার্ত দেহের ভার
ছেড়ে দিয়ে স্বপ্নে ডুবে যেতে যেতে
মনে হয়, রাত্রিকে বড়ই ভালবাসি। রাত্রির ক্ষমার মতো
হতো যদি পৃথিবীর মুখ? লোকালয়ে কেউ যদি কারো
ছায়াকে মাড়িয়ে যেতে একগাল থুথু ছুঁড়ে দিতে
একেবারে ভুলে যেতো? পড়ত না কারো
বাড়া ভাতে ছাই আর কখনোই তবে! আমার বাড়ন্ত স্বপ্নে
কলঙ্কের ছায়া হয় দিন, পূর্ণ চাঁদে ফাটলের রেখা আঁকে।
শান্তি কাড়ে মিছিলের হুহুঙ্কার। দিনকে বড়ই ভয়।
দিগম্বর বারোয়ারী রোদে বড়ো বেড়াজাল,
লুকোচুরি, ছোট মানুষের চোখটাটানোর ক্লেদ। বাধা,
পিছুটান, পরশ্রী-কাতর আর্তরব। নিরন্তর
দ্বন্দ্ব আর মনের সংকট। গভীর আড়ালে
সব জ্বালা মুছে যায়, সব মুখ ডুবে যায়। দিনের লোগাট যেন
পরম স্বস্তির ঘর পায় খুঁজে রাতের নিবিড়ে।

কে আর আসতে পারে রাত্রির একান্ত অধিকারে?
লুটেরার সরীসৃপ মাথা গুঁড়ো করে দিতে

অতন্দ্র জাগর রাত প্রহরীরা আছে।
আমার শান্তির শক্ত জিম্মাদার, নিতান্ত নির্ভরযোগ্য,
উৎসর্গীত বশংবদ। সারা রাত জেগে থেকে
ভাগর আরক্ত চোখে রাত্রির ভয়কে ওরা তাড়ায় দুহাতে।

কোথাও ওঠে না জমে সোরগোল। স্তব্ধতার বিশ্বস্ত টহলদারী
যেন টুঁটি চেপে রাখে অরাজক শঙ্কা ও ভীতির।
প্রহরার চড়া দামে কেনা গাঢ় শান্তি জেঁকে থাকে
আবাসিক আভিজাত্যে, ঘুম নামে সম্পন্ন মহার্ঘ চোখে চোখে,
স্বস্তির বাতাস বয় শীতাতপ-সম্মোহিত ঘরে ঘরে।

শুধু মাঝে মাঝে বেজে ওঠে হুইশিল
রাতের নিথর বুক চিরে চিরে, আর
থেকে থেকে শব্দ ওঠে প্রহরীর ক্লান্তিহীন পদচারণার।
উৎসর্গীত সেই চলা যেন কিছুতেই থামতে জানে না।
স্তব্ধ আঁধারের বুকে কঠোর গোঁয়ার থপথপে আওয়াজে
পড়ছে পা আমার নিবদ্ধ অস্তিত্বকে চক্রাকারে ঘিরে ঘিরে
সযত্নে সাজানো স্তব্ধতার হাড় মুড় মুড় ক'রে;
আর যেন প্রতিবারই নীরব মাটির
আজন্ম নৈঃশব্দ থেকে কিছু কিছু অংশ
ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে।
যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে

সতর্ক শব্দের সেই আচমকা সন্ত্রাসে
কেন যেন
ঘুম ভেঙে যায় বার বার॥

চোখের জলে ধোয়া

বাঘা যতীনের মতো তীর-একাগ্র সূর্যমুখী,
বরকতের রক্তাক্ত শার্টের জ্বলজ্বলে রঙ
অবিনাশী সূর্য,
প্রতিবার নবজন্মের সুর পাখীর প্রভাত কণ্ঠ ঃ
অবিরাম পুড়ে পুড়ে যায় আমার চোখের অরুচি শ্রুতির বিরাগ

যতোবার
প্রাণের কলস শূন্য হয়ে আসে
বিনষ্ট বাতাসের দাপট কাঠফাটা
ঠাঠা শব্দ হানে আত্মার গভীরে
চোখে ঠেকে লিকলিকে পরিপার্শ্ব, ভয়াল আত্মরতি,
কান চিরে কামার্ত কৌরব, আমি ফিরে আসি

ফের হাঁসের পালকের মতো কূট ক্লেদ ঝেরে শাদা
আমি হেসে উঠি। জেগে ওঠে স্মৃতির মৈনাক -
ছাপিয়ে তরল জলের গরল ভরাডুবি।
মুক্তিস্বপ্ন গেরিলার নম্র অহংকারে ভরে যায় মন,
পুড়ে যায় চোখের অরুচি, শ্রুতির বিরাগ

চোখের জলে ধোয়া রক্ত তীর-একাগ্র গান হয়ে ওঠে